সংবাদ

018

তারিখ ... 18.2.86 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 5 ... ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবৎসর মাদ্রাসার সকল শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নিজস্ব ভাবে প্রকাশ করিয়া সত্যিই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। অপর পক্ষে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের প্রতি তা কালেও আশ্চর্য হতে হয়। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৮৩ সনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার দীর্ঘ ৫ মাস পর ফল প্রকাশ করা হয়। ফলে ছাত্রদের পরবর্তী ক্লাসে (আলেম) ভর্তি হওয়ার পূর্বেই তাদের শিক্ষা বৎসরের ৩/৪ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তার পরেও প্রায় ২ মাস পর আলেমের নতুন সিলেবাস দেওয়া হয়, যার অনেক ক্ষেত্রেই বোধগম্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য যে, আলেম সাধারণ (কলা) গ্রুপের ঐচ্ছিক বিষয় হলো পৌরনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি অর্থাৎ সিলেবাস মত ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান-এর অর্থনীতি অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে বাজারে যে ইসলামী সমাজবিজ্ঞান বের হয়েছে তাহা দাখিল, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত। আলেম তথা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কোন ইসলামী সমাজ বিজ্ঞান এখনও বাজারে বের হয়নি। অথচ শিক্ষা বছরের প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে; সুতরাং আমাদের শত শত ছাত্রের প্রশ্ন আমরা কোন অর্থনীতি পড়ব? বোর্ড যদি এর সদুত্তর সত্বর সকল জাতীয় প্রচার মাধ্যম (পত্রিকা, রেডিও, টিভি)-এর দ্বারা প্রচার করে তবে আমরা অনিশ্চয়তার অন্ধকার থেকে রক্ষা পেতে পারি। এব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি কামনা করছি।

—মোঃ সাইফুল ইসলাম
আলিম (কলা) ১ম বর্ষ। মোস্তফা বিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া।

কিন্তু তাহার কোন সুরাহা হয় নাই। অথচ সরকারী খরচে আমাদের কেহ কেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুষ্টি ও পথ্য বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিয়াছেন। অতএব, মহাশয় সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন আমাদের পে স্কেল-এর সুপারিশের আশু বাস্তবায়ন এবং আমাদিগকে ডায়েটিশিয়ান পদে পদোন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়।

—মোঃ মনিরউজ্জামান খাঁ, ষ্টুয়ার্ড ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মোঃ গিয়াসউদ্দিন মিটফোর্ড হাসপাতাল, এস ইদ্রিস মহাখালী টি,বি হাসপাতাল, খঃ আলফাজ উদ্দিন সোহরওয়ার্দি হাসপাতাল, আঃ মজিদ শেরে বাংলা মেডিক্যাল হাসপাতাল, বরিশাল।

নবম-দশম শ্রেণীর জন্য (ডঃ মাহফুজুল হক ... ডঃ এম,এস হক ও এম,এস হক প্রণীত; ডঃ এস,আই চৌধুরী ও এম শামসুদ্দোহা সম্পাদিত) বইটির ৪৩ নং পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদে রফিক বলছে, 'গত গ্রীষ্মকালে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে আমি যোগ দেই। সেদিন ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল অক্টোবরের অপরাহ্ন।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে অক্টোবর মাস বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল হলো কিভাবে? বাংলা আশ্বিন মাসের শেষ অর্ধাংশ ও কার্তিক মাসের প্রথম অর্ধাংশ নিয়ে ইংরেজী অক্টোবর মাস, যা বাংলাদেশের ষড় ঋতুর হিসাবে শরতের শেষ। হেমন্তের প্রথম অংশ নিয়ে গঠিতও আন্তর্জাতিক ঋতুচক্র অনুসারে পুরো অক্টোবর মাসটাই শরৎকাল বা অটাম-এর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর গোলার্ধে, সুতরাং বাংলাদেশেও মে, জুন ও জুলাই এই তিন মাস গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই তিন মাস গ্রীষ্মকাল। অথচ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের বইটিতে অক্টোবর মাসকে গ্রীষ্মকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটির রচনা ও সম্পাদনায় যে পাঁচ জন গুণী ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে তন্মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া বাকী চারজনই বাংলাদেশী। কিন্তু বইটিতে যে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তাতেতো মনে হয় উক্ত চারজন ভিন্ন কোন গ্রহের অধিবাসী। না-কি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সত্যতার কোন প্রয়োজন নেই?

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডতো বই ছেপেই খালাস। এর ভিতরে কি লেখা আছে তা জানার প্রয়োজন বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিরা কোন দিনই বোধ করেননি, আজও করছেন না; কিন্তু যাদেরকে পড়াতে হচ্ছে এ সমস্ত বই, তাদের অবস্থাটা কেউ একবার ভেবে দেখছেন কি? আশৈশব যে শিশুটি জেনে এল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল সে যখন নবম শ্রেণীতে এসে জানল, আশ্বিন-কার্তিক মাস গ্রীষ্মকাল; তখন সে যে মানসিক ধাক্কাটি খেল তার প্রতিক্রিয়ার কথা কেউ ভেবেছেন কি? তা ছাড়াও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বইটির রচনা ও সম্পাদনায় যাঁদের নাম ছেপে দেয়া হয়েছে তাঁরা আদপেই ও কাজ দু'টো করেছেন কিনা না-কি এটিও সেই 'মামা ভাগ্নে প্রডাকশন্স-এর অবদান? দেশের একজন সচেতন নাগরিক ও একজন শিক্ষক হিসাবে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট সংবাদপত্রের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দাবী করছি।

বিরাজ মোহন রায়
সহকারী শিক্ষক
আরহুত আতরজান উঃ বিঃ,
কিশোরগঞ্জ।

অনুসারী

অদ্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত উপ-সম্পাদকীয় 'সময় বহিয়া যায়' পড়িলাম। তাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উপাচার্যকে দেয়া এক খোলা চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়েছে। লেখক গাছপাথর মহোদয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেশের জনগণের মনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বাঙ্গালীদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। তদুপরি অধিকাংশ মানুষ জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। তাই ১৯৭১ সনের মুক্তি সংগ্রামের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি বলে হানাদার বাহিনীর এদেশীয় জল্লাদরা মনে করেছেন। সেই জন্যই মাঝে মাঝে আলবদরদের রাজনৈতিক সংগঠন জামাতে ইসলাম কোন কোন সময় নিজেদের মুখে এবং কোন কোন সময় অন্যদের মুখে মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য ও আদর্শ বিরোধী কথা বলাইয়া বাংলার জনগণের নাড়ী পরীক্ষা করেন এবং ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকারে নেমে পড়েন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য সাহেব যখন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকে '৭১-এর "গোলমাল" বলে আখ্যায়িত করেন তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামে ছাত্রাবাস করার কথা বললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। অথচ এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ও বুদ্ধিজীবিগণের কণ্ঠ তত সোচ্চার হয় না। এ সমস্ত ব্যাপারে প্রচণ্ড আন্দোলন হওয়া কি উচিত নয়? রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে জানতে চাই

ওয়াজেদে আলী
মোক্তার পাড়া নেত্রকোনা